উৎসব

সংখ্যা ১৪২৯

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
উৎসব সংখ্যা ১৪২৯

মূল্য : ৮০

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব

সংখ্যা ১৪২৯

সম্পাদক

সুখেন্দুশেখর রায়

বার্তা সম্পাদক

অভিজিৎ ঘোষ

উৎসব সংখ্যা সম্পাদনা

দেবাশিস পাঠক

বিন্যাস

নাজির হোসেন লস্কর

টিম উৎসব সংখ্যা

প্রীতিকণা পালরায়, মণীশ কীর্তনিয়া, অনীশ ঘোষ, শিবনাথ দাস, দিব্যেন্দু ঘোষাল, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, অনুরাধা রায়, শুভেন্দু চৌধুরি, সুখেন্দুকুমার ভাস্কর, প্রশান্ত মিশ্র, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অমিত কুমার মহলী

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

সূচি

প্রচ্ছদ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

তৃতীয় প্রচ্ছদ
যোগেন চৌধুরি

সম্পাদকীয় [৪]

বিশেষ কলাম
- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার [৫]
  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভয় নেই মা, আমরা লড়তে জানি [৮]
  অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
- সমুখে দুস্তর পারাবার [১১]
  সুব্রত বক্সি
- বাংলায় দুর্গা, বাঙালির দুর্গা [১৩]
  সুখেন্দুশেখর রায়
- মমতাদিকে যেমন দেখেছি [১৭]
  ফিরহাদ হাকিম
- মনের আলোয় [১৯]
  ব্রাত্য বসু
- স্বাধীনতার দিন গান্ধী কোথায় ছিলেন? [২৫]
  নির্বেদ রায়
- মেলা উৎসব হল বাংলার ঐতিহ্য... [২৭]
  শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
- আমার দেখা প্রধানমন্ত্রী [৩১]
  সৌগত রায়
- উত্তরের রক্তচক্ষু এবং বাঙালি [৩৫]
  নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
- বড় দেখা [৪৭]
  অশোক দাশগুপ্ত
- পঁচাত্তরের স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারের বিপদ [৪৯]
  পূর্ণেন্দু বসু
- সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ [৫৩]
  গৌতম দেব
- সাইলেন্ট ৯০ [৫৭]
  দেবাংশু ভট্টাচার্য
- রবীন্দ্রনাথ ও সমবায়নীতি [৫৯]
  মইনুল হাসান
- সবুজায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে আসুন... [৬৫]
  দেবাশিস কুমার
- আমার ঝাড়গ্রাম [৭১]
  বীরবাহা হাঁসদা
- শ্রমিকদের পাশে, শ্রমিকদের জন্য [৭৩]
  দোলা সেন
- ভারতের সংসদে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা [৭৯]
  ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার
- পুজো এলেই বড্ড মিস করি বাবাকে [৮৩]
  সুস্মিতা দেব
- নয়া শ্রম আইন শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালা কানুন [৮৫]
  ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
- পথপরিচায়ক জয় হে [৮৯]
  সুদীপ রাহা
- সাংবাদিকতার সেকাল ও একাল [৯৩]
  জয়ন্ত ঘোষাল
- মানুষের স্বার্থই রাজনীতির স্বার্থ [৯৯]
  অশোক মজুমদার
- দিদির রেল বিপ্লব [১০৩]
  কিংশুক প্রামাণিক
- লক্ষ্য ও উপলক্ষ [১০৭]
  ভাস্কর লেট
- বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী [১১১]
  প্রবীর ঘোষাল
- শারদীয় স্মৃতি সরণি [১২১]
  শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- সবারে করি আহ্বান এসো উৎসুকচিত্ত এসো আনন্দিত প্রাণ [১২৩]
  দেবনারায়ণ সরকার
- পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক স্বাস্থ্য আদৌ ভঙ্গুর নয় [১২৭]
  অভিরূপ সরকার
- মুষ্টিযোদ্ধার কলমে কালো মানুষের স্বপ্ন [১৩০]
  ঋত্বিক মল্লিক
- শু-চরিত মানস কথা [১৩৫]
  সমীরকুমার ঘোষ
- বেলুড় মঠের কুমারী পুজো [১৩৯]
  শিবনাথ দাস
- নারী আমার সম্পত্তি : কাটব গলা বা কব্জি! [১৪১]
  জয়িতা মৌলিক

শব্দবাংলা ● শুভজ্যোতি রায় [১৪৪]

উপন্যাস
- জন্তু [১৪৫]
  দেবারতি মুখোপাধ্যায়
- তখন আলমগীর [১৬১]
  দেবাশিস পাঠক

গল্প
- জন্ম জন্মান্তর [১৯৯]
  শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- সেই সিল্কের রুমালটা [২০৭]
  সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

■ একটি নাটক এবং একটি হাঁস [২০৯]
প্রচেত গুপ্ত
■ ট্যাক্সি [২১৩]
কুণাল ঘোষ
■ ইমান ধরম [২১৯]
নবকুমার বসু
■ পায় না ঠিকানা [২২৭]
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
■ হরিণী [২৩৩]
অতীন জানা
■ অকম্মা মা [২৩৯]
দীপান্বিতা রায়
■ কে তুমি নন্দিনী [২৪৫]
পার্থসারথি গুহ
■ পরকাল বনাম ইহকাল [২৪৯]
দেবযানী বসু কুমার
■ অ্যাওয়ার্ড ফাংশন [২৫৩]
প্রসূন ব্যানার্জি
■ আত্মহত্যার পরে [২৫৭]
অনীশ ঘোষ
■ গৌরাঙ্গর দেহত্যাগ [২৬৩]
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বড় গল্প

■ বাগাননামা [২৬৯]
মণীশ কীর্তনিয়া

কবিতা [২৮৭]

● জয় গোস্বামী ● সুবোধ সরকার ● শতাব্দী রায়
● ইন্দ্রনীল সেন ● অনুরাধা ঘোষ ● সুব্রতা ঘোষ রায়
● অনিতা বসু ● প্রদীপ আচার্য ● দেবাশিস চন্দ
● বীথি চট্টোপাধ্যায় ● পাপিয়া ঘোষাল
● সুস্মেলী দত্ত ● অনিন্দিতা বসু সান্যাল
● ড. শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে ● স্বর্ণালী দত্ত
● অভীক মজুমদার ● অরিজিৎ চক্রবর্তী
● প্রবীর ঘোষ রায় ● অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

বিজ্ঞান

■ মৃত্যুর অমৃত [২৯৭]
ড. গৌতম পাল
■ দানিকেনের দেবতারা কি আজও পৃথিবীতে আসেন [৩০৩]
প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য

■ এক মহামারীর পরে আমরা কতখানি তৈরি [৩০৭]
ডাঃ কুণাল সরকার
■ মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ, জেনে নিন কী করবেন আর কী নয় [৩০৯]
ডাঃ শান্তনু সেন

ভ্রমণ

■ খণ্ড খণ্ড উত্তরাখণ্ড [৩১১]
চৈতালী সিনহা
■ মুখ্যমন্ত্রীর স্পর্শে হোম-স্টে পর্যটনে বাংলায় নয়া বিপ্লব [৩১৯]
কৃষ্ণকুমার দাস
■ প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অভিনব পোস্টঅফিস [৩২৩]
ফারুক আহমেদ

বিনোদন

■ মহিষাসুরমর্দিনী এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়... [৩২৭]
জয়দীপ চক্রবর্তী
■ ফিল্মস্টার হতে চাইনি [৩৩২]
অংশুমান চক্রবর্তী
■ মানুষ মনে রাখুক অভিনেতা দেব'কে... [৩৩৭]
প্রীতিকণা পালরায়
■ পেশাদার অভিনেতাই হতে চেয়েছিলাম [৩৪৩]
শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
■ ভাগ্য নাকি অধ্যবসায় [৩৪৯]
দুলাল দে
■ ফেলু-ব্যোমকেশের দুনিয়ায় স্বমহিমায় শবর [৩৫৩]
প্রীতিকণা পালরায়
■ পুজোর গান, নতুন গানে সেকাল আর একাল [৩৬০]
বাবুল সুপ্রিয়

খেলা

■ খেলা হবে উন্নয়নের 'খেলা হবে' [৩৬৫]
অরূপ বিশ্বাস
■ টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল [৩৬৯]
দেবাশিস দত্ত
■ মধ্যরাতে বিশ্বজয় [৩৭৩]
অলোক সরকার
■ আমার মোহনবাগান [৩৭৭]
মানস ভট্টাচার্য

অলঙ্করণে

● শংকর বসাক ● পৃথ্বীরাজ পাল
● অভিজিৎ নাথ ● স্বপন রায়

মূল্য : ৮০

অ্যাওয়ার্ড ফাংশন

প্রসূন ব্যানার্জি

রেড কার্পেট দিয়ে ঢোকার সময় যে অনুভূতিটা হল, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা একটু কঠিন অনিকেতের পক্ষে। এটা ওর প্রথম টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড ফাংশন দেখতে আসা, এবং মনে একটা প্রত্যাশা নিয়ে ঢোকা যে নিজে একটা অ্যাওয়ার্ড পেলেও পেতে পারে। ফিলিংসটাই আলাদা। টাউন হলের সিঁড়িতে রেড কার্পেট মাড়িয়ে হলে ঢোকার সময় নিজেকে তাই টু-সেনসেই সেলেব সেলেব মনে হচ্ছিল।

উড়ানটা খুব মসৃণ ছিল না। পেশাগত চাপে, নিয়মিত টেলিভিশন করাটা একটু কঠিন। ওর প্রফেশনাল কমিটমেন্টও প্রচুর। তার ওপর রয়েছে আরও কয়েকটা প্যাশনকে প্যামপার করার বদভ্যাস। এই মাল্টিটাস্কিংটা খুব ভুগিয়েছে অনিকেতকে।

পোর্ট্রেট শুট না করলে মন ভাল থাকে না, মাসে একটা করতেই হবে, গল্প বা উপন্যাস লেখার একটা তাগিদ আছে। থিয়েটার লেখা এবং করার শখটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলা মুশকিল— সবকিছু মিলিয়ে মাঝেমাঝে তালগোল পাকিয়ে যায়। তবু টানছে। প্রাণপণে টানছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয় সারিতে জায়গা নির্দিষ্ট ছিল অনিকেত এবং ওর সাথে অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে যাওয়া ওর তিন বন্ধুর— সুপ্রভা, সৈকত আর সুতপা। তিনজন এই সম্ভাব্য স্মরণীয় মুহূর্তে ওর সাক্ষী হয়ে এসেছে। ভীষণ ভাল বন্ধু ওরা। আজ একসাথে।

ডিজাইনার পোশাক পরে 'সেরা বউমার' প্রাইজ নিতে যাওয়া, উত্তরার স্টাইল স্টেটমেন্ট-এ চোখ আটকে আছে দর্শকের। বেস মজার ক্যাটেগরিগুলো। 'সেরা দেওর', 'সেরা ননদ, 'সেরা শাশুড়ি', 'সেরা বদমাইশ শ্বশুর', 'সেরা ভাল মা', 'সেরা খারাপ শাশুড়ি', এত ইনোভেটিভ সব নামকরণ। মঞ্চে ওঠার সময় অবশ্য শাশুড়িদের সবাইকেই ভীষণ ঝকঝকে লাগছে আর 'সেরা ভাল ছেলে'দের ইনোসেন্স উধাও। এটাই তো রিল আর রিয়েলের পার্থক্য, যা টেলিভিশনকে জমিয়ে দেয়।

এই পুরস্কারগুলো নানা কারণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে। বিভিন্ন চ্যানেল-এর হেডরা একে অপরের রিসোর্স হান্ট করে। অনেকটা আইপিএল-এ এক ফ্রাঞ্চাইজির প্লেয়ারের উপর অন্য ফ্রাঞ্চাইজির নজর রাখার মতো। পরের বছর নিলামে তুলে নিতে হবে। এখানেও তাই। যারা মেজর প্লেয়ারস আছে, তারা একে অপরকে মেপে নেয়। টিআরপি কারা বাড়াচ্ছে, সেটা অ্যাসেস করে নেয়। তারপর একটা চ্যানেলের সাথে বা হাউসের সাথে একটা কাজ শেষ হতে না হতেই, আর একটা চ্যানেলের তাকে তুলে নেওয়া। অ্যাক্টরস, হাউস, আর চ্যানেলের এই বারমুডা ট্রাঙ্গেলই লুকিয়ে আছে টেলিভিশন জগতের জীয়নকাঠি।

কিছু কিছু কান্নাও আছে। সদ্যপ্রয়াত সৌভিক চক্রবর্তীর জন্য অনেকেরই মন খুব খারাপ। অনিকেতের সাথে বার দুয়েক দেখা হয়েছিল ভদ্রলোকের। মিশুকে ছিলেন, একবার 'জহর' বলে একটা শো-এর সেটে, যেখানে অনিকেত একটা ক্যামিও করেছিল। আর একবার 'মাটির গান' সিরিয়ালে ওর প্রাক্তন প্রেমিকা সুতনুকার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে। এই দু'বার কথা হয়েছিল। আমুদে, সদালাপী, ভোজনরসিক এবং অবশ্যই সুঅভিনেতা, সৌভিকদার মৃত্যুতে তাই অনেকেই খুব আপসেট। এবং ওঁর স্মৃতিতে নীরবতা পালনের পরের সময়টাতে অনেকের স্মৃতিচারণায় অনেক অন্তরঙ্গ কথাও বেরিয়ে এল। একজন লেখিকা, যাঁর লেখা অনিকেত ভীষণ পছন্দ করে, তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ খুব মন ছুঁয়ে যাওয়া একটা বক্তব্য রাখলেন। আবার অন্যদিকে এক নায়িকা যিনি শোকপ্রকাশটাকে স্টাইলাইজ করতে গিয়েছিলেন, একেবারে যাচ্ছেতাই ধেড়ালেন। ভাবলেন চোখে জল আনবেন, কিন্তু সেরকম প্রোফিউসলি এল না। ভাবলেন ওঁকে অমর করে রাখার মতো দু'একটা সেনটেন্স বলবেন। বাংলার ওপর ততটা দখল না থাকার জন্য, এক্সপ্রেশনটা দাঁড়াল না। পাশে দাঁড়ানো আরও দু'একজন নায়িকা যারা ভাবছিল এই বুঝি শোক প্রকাশের প্রতিযোগিতায় হেরে যাব—তারাও কনুই ফনুই মেরে সামনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, সে এক সাংঘাতিক ঠেলাঠেলি।

সদ্যপ্রয়াত সৌভিক চক্রবর্তীর জন্য অনেকেরই মন খুব খারাপ। অনিকেতের সাথে বার দুয়েক দেখা হয়েছিল ভদ্রলোকের। মিশুকে ছিলেন, একবার 'জহর' বলে একটা শো-এর সেটে, যেখানে অনিকেত একটা ক্যামিও করেছিল।

যাইহোক মঞ্চের ওপরের শোকস্তব্ধ নায়িকারা, শোকপ্রকাশের পরে মঞ্চের নিচে নেমে এসেই সিরিয়ালের সুদর্শন নায়কদের সাথে এমন পোজ দেওয়া শুরু করল, যে এমন জাম্প কাট আপনি বাস্তব জীবনে সচরাচর দেখতে পাওয়ার আশা করবেন না। বেশ অন্যরকম।

দু'তিনখানা জিমি জিব নিরন্তর মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, এবং অবশ্যই মাথায় লাগছে না। কিন্তু অসহ্য লাগছে। হ্যান্ড হেল্ড ক্যামেরা নিয়ে গুটিকতক পনি টেইল করা ক্যামেরাম্যান সামনের সারিতে বসা বিশিষ্টদের মুখের একস্ট্রিম ক্লোজ আপ নিতে ব্যস্ত। যারা পুরস্কার নিতে যাচ্ছে তারা কারওর না কারওর পা হাঁটু ছুঁয়ে একটু আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছে। রুলস অফ দ্য গেম। অনিকেত দেখছিল। একটু টেনশন হচ্ছিল, এখন পর্যন্ত ওর নাম ডাকেনি, বা কোনও নমিনেশনেও নাম আসেনি। আসবে তো? এমনিতে কোনও কনফার্মেশন নেই। কানাঘুষো একটা শুনেছিল, যে ওর পারফরম্যান্সে হাউস, এবং চ্যানেল নাকি মোটামুটি সন্তুষ্ট। নিজের অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে বরাবরই কনফিডেন্ট অনিকেত। বহু বছর থিয়েটার করার সুবাদে অভিনয়ের ফান্ডামেন্টালসটা খুব ভাল রপ্ত যে আছে ওর, আর সেটা সম্পর্কে অনিকেত ভীষণ সচেতন। ক্রিকেটের ভাষায় অফ স্টাম্পটা কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।

ওর জেঠু খুব ভাল থিয়েটার আর্টিস্ট ছিলেন। খুব ছোটবেলায় জেঠুর হাত ধরে ওর থিয়েটারে পা রাখা। মডিউলেশন, স্পেশ ইউটিলাইজেশন, কমপ্যারেটিভ পজিশনিং এবং মেসারড এক্সপ্রেশন, অভিনয়ের এই সব সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্পর্কে একটা সঠিক তালিম ও

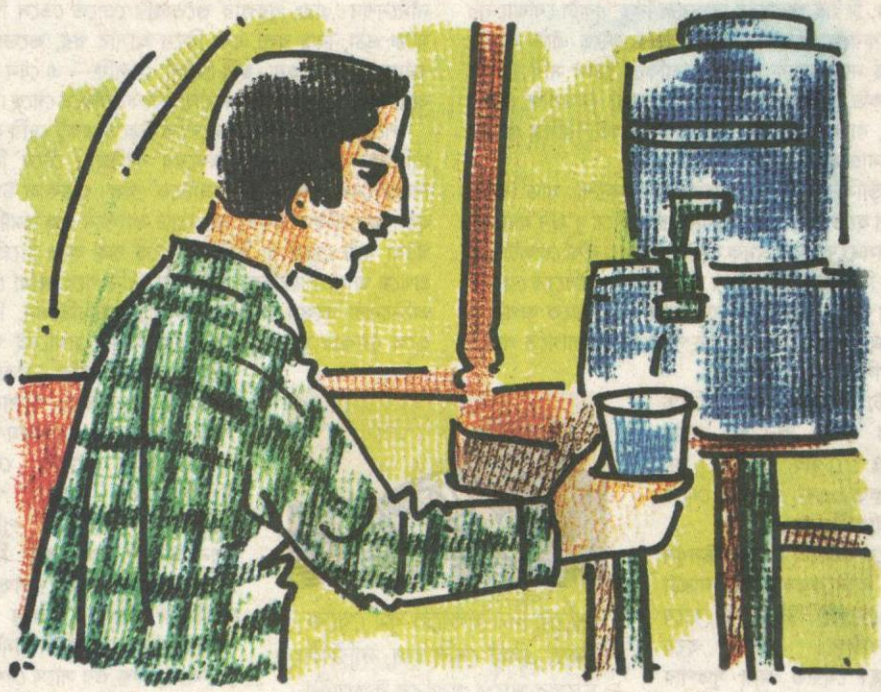

পেয়েছিল। অনেক তৎকালীন সিনেমা জগতের তারকাদের ও বাড়িতে আসতে দেখেছে জেঠুর কাছে অভিনয়ের টিপস নেবার জন্য।

জীবন কখনও প্রেডিকেটবল লাইনে চলেনি অনিকেতের। কলেজ পর্যন্ত জীবন একটা ছন্দে ছিল, তারপর সব পাল্টে গেল। ব্যাঙ্ক পিও-র চাকরি। প্রচুর দায়িত্ব এবং পোকাবাছা কাজ, মাঝখানের কিছু বছর জীবন থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল যেন। নিজেকে নতুন করে রিডিসকভার করল উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পরে। প্রথমে কোচবিহার তারপর মালদহ, বালুরঘাট— ওর অভিনয় চর্চা আবার কিক স্টার্ট করল।

আসলে উত্তরবঙ্গের সাথে একটা আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল অনিকেতের, সেটা এখন দক্ষিণবঙ্গে এসেও একই রকম সজীব আছে। প্রায় বছর দশেক উত্তরবঙ্গে কাটিয়ে কলকাতার কাছাকাছি আসা এবং এক অসাধারণ লেখিকা এবং পরিচালিকার হাত ধরে টেলিভিশনে আত্মপ্রকাশ ভিনি-ভিডি-ভিশি বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হয়তো হবে না— ওর টেলিভিশন এন্ট্রিটাকে। ও বরাবর একটা কথায় খুব বিশ্বাস করে এসেছে—'অভিনয় কোরো না, চরিত্র হয়ে ওঠো।' ও চরিত্র হয়ে উঠতেই দর্শক হয়তো নড়েচড়ে বসল। সাধারণত মেলোড্রামাটিক অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত টিভির দর্শকরা হঠাৎ কোথাও একটা অন্যরকম স্বাদ পেতে লাগল, কোথাও কোনও বাড়তি মেদ নেই, নির্মেদ ঝরঝরে অভিনয়, কোনও ফিক্সড ম্যানারিজম নেই— সবটাই সাবলীল। একটা হয়তো ওয়েস্টার্ন ইম্প্যাসিভনেশ আছে যা অন্য টেলিভিশন অ্যাক্টরদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিংম্বদন্তি অভিনেত্রী একটি অনুষ্ঠানে ওকে ডেকে বলেছিলেন যে অনেকদিন পরে উনি টেলিভিশনে এত সাবলীল অভিনয় দেখছেন। প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছিল অনিকেত।

এই অ্যাওয়ার্ড ফাংশনটার আগে ইন্ডাস্ট্রিতে একটু কানাঘুষো শুনেছিল যে ওর নাম নাকি নমিনেশনে আছে। সবটাই কানাঘুষো তবে চ্যানেল থেকে ফোন করেছিল এবং নাম লিখে কার্ডও পাঠিয়েছিল, হয়তো সবাইকেই পাঠায় বা হয়তো সম্ভাব্য অ্যাওয়ার্ডিদেরকে পাঠায়। খুব নিশ্চিত ছিল না ও। প্রথমবার টেলিভিশনে কাজ করার সুবাদে এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে ডাক পাওয়া। তাই এই নিটি গ্রিটিসগুলো সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। দেখাই যাক, পেলে তো দারুণ ব্যাপার, না পেলেও কোনও গ্রেট লস নয়। এইরকমই একটা মেন্টাল স্টেটাস নিয়ে এসেছে আজকের ফাংশনে।

অডিটোরিয়ামে কোনও চা বা জল দেবার ব্যবস্থা নেই, সব বাইরে। হাতে সাদা দস্তানা পরা অ্যাঙ্কর রাজ দাশগুপ্তর ভাঁড়ামোর ঘণ্টাখানেকের ওভার ডোজে তখন ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে গেছে ওর। অন্যদিকের একটা এক্সিট দিয়ে বেরোলে প্রথমেই একটা ওয়াশরুম, একটু এগোলে ডানদিকে একটা টেবলের ওপর একটা বড় জলের জার উল্টো করে রাখা আছে এবং কিছু প্লাস্টিকের গ্লাস।

গ্লাসে জলে চুমুক দিয়ে ডানদিকে তাকাতে দেখল ভাস্করদা, অ্যাঙ্কর রাজ দাশগুপ্ত, আর খলনায়ক মোটা বিশ্বনাথ কথা বলছে। রাজকে বেশ যেন উত্তেজিত মনে

হচ্ছিল, নিরীহ স্বভাবের ভাস্করদা কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু রাজের ঝাঁজের কাছে এঁটে উঠতে পারছে না। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল অনিকেত, হলের ভিতর থেকে আসা আওয়াজ বোঝা যাচ্ছে, বাংলা সিনেমার এক নায়ক একটা রিমিক্স গানের সাথে নাচছে। ঝাক্কাস।

ইন্ডাস্ট্রির এই ঝামেলাগুলো একশো সাত রকম কারণে হতে পারে। একই নায়িকাকে নিয়ে দু'জন মানুষের অবশেসন থেকে, "অমুক হাউসে আমার বাঁধা রোলটা তুই কেড়ে নিয়েছিস," টাইপের অভিযোগ— বিষয়ের কোনও অভাব নেই। আবার পার্টিতে দেখা হলে, একে অপরকে এত জোরে জড়িয়ে ধরবে, যে পাঁজরে চোট লাগতে পারে। ভালবাসার বিচিত্র প্রকাশ।

এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে সেটা অনুমান করার কোনও চেষ্টাই করল না, অনিকেত, এসব ক্যাচাল থেকে দূরে থাকাই ভাল।

এসে বসতেই সুপ্রভার উসখুস শুরু, অনিকেতদা, আপনারটা হয়ে গেলেই উঠব। ও যাবে শোভাবাজার। রাতও হয়ে আসছে। সৈকত আর সুতপার অবশ্য অতটা চাপ নেই। ওরা ফিরবে কামালগাজীর দিকে, ও বাইপাসের ওপর ওলা বা উবের অনেক বেশি অ্যাভেলেবল।

মঞ্চে তখনও বিভিন্ন ক্যাটেগরির নমিনেশনস এবং বিজয়ীদের ডাকা চলছে। সেরা খলনায়ক-এর নমিনেশন এবং স্ক্রিনে ভাস্করদার নামটা দেখাল, বিশ্বনাথ আর সায়নদীপের সাথে। 'নমিনেশনস আর' বলার পর সাসপেশন এনহ্যান্স করা কয়েক সেকেন্ড। তারপরের বাঘমার্কা সলিড স্টিলের-যারা ওয়ান অফ দ্য স্পনসরস - এমডি, বিজয় টিবরেওয়াল ঘোষণা করলেন যে 'দ্য অ্যাওয়ার্ড গোস টু ভাস্কর সেনগুপ্ত।' হাততালি, কিন্তু ভাস্করদা কোথায়? রাজ দাশগুপ্ত খুব স্মার্টলি ঘোষণা করলেন যে "আমরা দুঃখিত, ওঁর স্ত্রী অসুস্থ থাকায় আজকে উনি ফাংশনে আসতে পারেননি। ওঁর বদলে ওঁদের হাউস 'বক্স এনটারটেনমেন্ট'-এর এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার সমীরণ মুখার্জি পুরস্কার গ্রহণ করবেন।"

আসেননি? একটু আগে যে বাইরে রাজের সাথে কথা বলতে দেখল ভাস্করদাকে! অনিকেত ভাবতে ভাবতেই পরের নমিনেশনস অ্যানাউন্সড আর এবারে ওর নাম নমিনেশন। এবং পুরস্কার শুভেচ্ছার স্রোতে ভেসে গিয়ে মঞ্চে ওঠা, কিছু বলা এবং ফিরে আসার পর, শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যাওয়া। ছবি তোলা, সেলফি— এ যেন এক অন্য ছবি। ভাস্করদা তখন মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হল, দার্জিলিং চায়ের সাথে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বিনোদনের পাতায় চোখ আটকে গেল। গতকাল টাউন হলে আয়োজিত একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে যা শিল্পী মহলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রথমে জানা গিয়েছিল, উনি আসেননি পরে জানা গেল অভিনেতা ভাস্কর সেনগুপ্ত অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, কিন্তু হলে ঢোকার আগেই ওয়াশরুমে যান। সেখানেই তাঁর স্ট্রোক হয়। তাঁর মৃতদেহ ওখানেই পড়ে ছিল। ফাংশনের পর কেয়ারটেকার ওয়াশরুম লক করার সময় সেটা দেখে উদ্যোক্তাদের এবং পরে পুলিশকে জানায়, পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য বডি নিয়ে গেছে। অ্যাঙ্কর রাজ দাশগুপ্তর প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। "কাল ওঁর সাথে দেখা হল না, আমি নামটাও ডাকলাম, কিন্তু ওঁর সাথে দেখাটা হল না, আফশোস থাকবে ভাস্করদা। যেখানেই থাকো, ভালো থেকো।" নিঃশ্বাস বন্ধ করে রিঅ্যাকশনটা পড়ল অনিকেত। রাজের সাথে কাল ভাস্করদার দেখা হয়নি? বিশ্বনাথ— যে সেম ক্যাটেগরিতে নমিনেশনে থেকেও অ্যাওয়ার্ড পায়নি, তারও রিঅ্যাকশন ছাপা হয়েছিল— "সেরা বন্ধু এবং সেরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালাম। আমি স্তব্ধ, আমি কিছু ভাবতে পারছি না।"

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হল, দার্জিলিং চায়ের সাথে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বিনোদনের পাতায় চোখ আটকে গেল।

রাজের পরের মুভিতে আবার বিশ্বনাথ নেগেটিভ চরিত্রে। লাস্ট সাতদিন ভীষণ বিজ্ঞাপনি হাইপ চলছে।

প্রফেশনাল রাইভালরি? ভাস্করদার জন্য বিশ্বনাথের অ্যাওয়ার্ডটা হাতছাড়া হওয়া? নাকি অন্য কিছু? রাজ দাশগুপ্তর হাতে কাল একজোড়া সাদা দস্তানা ছিল না? গলা টিপে দিলেও তো আঙুলের ছাপ পড়বে না! হিট অফ দ্য মোমেন্টে ঘটে যাওয়া ঘটনা? এত মিথ্যে কেন বলছে রাজ আর বিশ্বনাথ?

দুর ! কী সব আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসছে! হয়তো ও-ই ভুল দেখেছে। চোখ বন্ধ করল অনিকেত শুধু কানে বাজছে দ্য নমিনেশনস আর...■

শব্দবাংলা সমাধান

পাশাপাশি : ১. ছাত্রজীবন ৩. অকালবোধন ৬. খরচ ৮. আত্মিক ৯. নামকাটা ১১. তম্বুরা ১২. পদসঞ্চার ১৩. গণভবন ১৫. শবেবরাত ১৮. দেখনহাসি ২০. সর্পহা ২১. বনবিবি ২৩. কবিতা ২৪. হজম ২৬. দশপ্রহরণ ২৭. উদীয়মান। **উপরনীচ :** ২. ত্রসর ৩. অশোকতরু ৪. লক্ষ্মীনারায়ণ ৫. ধনিকা ৬. খধূপ ৭. চন্দ্রসম্ভব ৮. আদিরহিত ১০. টাইফুন ১৩. গণদেবতা ১৪. ভজনগৃহ ১৫. শস্ত্রাজীব ১৬. রাক্ষসবিবাহ ১৭. মহাকরণ ১৯. সিরাম ২২. নরেশ ২৫. জড়িমা।

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**, Published by
Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100
and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd.
789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105
Regd. No. WBBEN / 2004/14087
Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

editorial@jagobangla.in

/DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

e-paper : www.epaper.jagobangla.in